ফর্ম নম্বর জে. (২)

আইটেম নম্বর ৬

<u>কলকাতা উচ্চ আদালত বিচার বিভাগ</u>

<u>সাংবিধানিক রিট বিচারক্ষেত্র</u>

<u>আপিল বিভাগ</u>

শুনানিঃ ২০.০৯.২০২৩

প্রদান করা হয়েছেঃ ২০.০৯.২০২৩

হাজিরা

সম্মানীয় বিচারপতি শ্রী হিরণ্ময় ভট্টাচার্য্য

২০২০ সালের ডব্লিউ. পি. এ. ৮০৯১

শ্রীমতি রামা রানা

বনাম

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ও অন্যান্যরা

উপস্থিতঃ

শ্রী উত্তম কুমার ভট্টাচার্য

শ্রী কৌস্তব মিশ্র ..... আবেদনকারীর পক্ষে

শ্রী ভাস্কর প্রসাদ বৈশ্য

শ্রী অরিন্দম চট্টোপাধ্যায়

শ্রীমতী লিপিকা চ্যাটার্জি .....রাষ্ট্রের পক্ষে

<u>বিচার</u>

(আদালত কর্তৃক রায় প্রদান করেন বিচারপতি হিরণ্ময় ভট্টাচার্য্য)

১. এই রিট পিটিশনটি একটি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত সহকারী শিক্ষকের অনুরোধে পশ্চিমবঙ্গের স্কুল শিক্ষা কমিশনারের ২৪শে আগস্ট, ২০২০ তারিখের আদেশকে চ্যালেঞ্জ করে, যার ভিত্তিতে স্কুল কর্তৃপক্ষকে ১লা এপ্রিল, ১৯৮৬ থেকে ৩১শে মার্চ, ১৯৯৬ এবং ১লা এপ্রিল, ১৯৯৬ থেকে ৩১শে ডিসেম্বর, ২০১৪ পর্যন্ত সময়ের জন্য অতিরিক্ত অর্থ তোলার পরিমাণ গণনা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।

২. রিট আবেদনকারী, যিনি একটি উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষিকা ছিলেন, তিনি ১ জানুয়ারী, ২০১৫ তারিখ থেকে চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন। অবসর গ্রহণের পরপরই তিনি সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের কাছে আবেদন করেন

পরেই সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এর জন্য তাঁর অবসরকালীন সুবিধাগুলি প্রকাশ করা। তাঁর পেনশনের কাগজপত্রগুলি সংশ্লিষ্ট স্কুলগুলির জেলা পরিদর্শক (সংক্ষেপে 'ডি.আই.') দ্বারা পেনশন, প্রভিডেন্ট ফান্ড এবং গ্রুপ বীমা অধিদপ্তরের কাছে পাঠানো হয়েছিল। পেনশন, প্রভিডেন্ট ফান্ড এবং গ্রুপ বীমা অধিদপ্তর আবেদনকারীর পক্ষে পেনশন সংক্রান্ত সুবিধাগুলি প্রকাশের বিরুদ্ধে কিছু আপত্তি উত্থাপন করেছিল। ২০১৮ সালের ডব্লিউ. পি. ৭৬৫৬ (ডাব্লু)-তে রিট আবেদনকারীর অনুরোধে এই ধরনের আপত্তি চ্যালেঞ্জের বিষয় ছিল। ৪ এপ্রিল, ২০১৯ তারিখের একটি সমন্বিত বেঞ্চ সংশ্লিষ্ট ডি.আই. -কে নির্দেশ দেয়। আইন অনুসারে আবেদনকারীর প্রতিনিধিত্ব বিবেচনা ও নিষ্পত্তি করা এবং এই আদালতের পাশাপাশি মহামান্য শীর্ষ আদালতের বেশ কয়েকটি সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে এবং একটি যুক্তিসঙ্গত আদেশ পাস করা।

৩. বিবাদী কর্তৃপক্ষের নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ এনে, আবেদনকারী আরেকটি রিট পিটিশন দাখিল করেন যার নাম ছিল W.P. 17770(W) of 2019, যা ১৯ ফেব্রুয়ারী, ২০২০ তারিখের একটি আদেশের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হয়েছিল, যেখানে স্কুল শিক্ষা কমিশনার (আইন) কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যে তারা অতিরঞ্জিত অর্থের উপর সর্বোচ্চ আদালতের রায়ের আলোকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব যুক্তিসঙ্গত আদেশ দিয়ে পেনশন সুবিধা প্রদান দ্রুত সম্পন্ন করতে।

৪. এরপর স্কুল শিক্ষা কমিশনার ২৪শে আগস্ট, ২০২০ তারিখের আদেশটি পাস করেন, যা এই রিট আবেদনে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে। স্কুল শিক্ষা কমিশনারের মতামত ছিল যে আইন অনুসারে বেতন নির্ধারণ পুনর্নির্ধারণের পরে আবেদনকারীর অনুকূলে গ্রহণযোগ্য পেনশন মুক্তি দেওয়া উচিত। স্কুল শিক্ষা কমিশনার আরও পর্যবেক্ষণ করেছেন যে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অতিরিক্ত উত্তোলনের পরিমাণ অবিলম্বে স্কুল কর্তৃপক্ষ দ্বারা পৃথকভাবে গণনা করা উচিত এবং পরে

জেলার সংশ্লিষ্ট ডেপুটি জয়েন্ট ডিরেক্টর অফ অ্যাকাউন্টস দ্বারা এটি যাচাই করে আবেদনকারীকে অবিলম্বে এই পরিমাণ অর্থ জমা দিতে হবে।

৫. আবেদনকারীর পক্ষে উপস্থিত বিশিষ্ট আইনজীবী শ্রী ভট্টাচার্য বলেন যে, আবেদনকারীর চাকরির মেয়াদকালে উত্তরদাতা কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে কোনও অভিযোগ ছিল না যে, আবেদনকারী তার প্রাপ্য পরিমাণের অতিরিক্ত অর্থ আদায় করেছেন। তিনি আরও বলেন যে, আবেদনকারী চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার পর কর্তৃপক্ষ অভিযুক্ত অতিরিক্ত অর্থ উত্তোলনের অর্থ পুনরুদ্ধারের নির্দেশ দিতে পারে না। এই ধরনের যুক্তির সমর্থনে, শ্রী ভট্টাচার্য ১৯শে জুলাই, ২০১০ তারিখের মেমো নং- ৭৩৯/ডিপিপিজি -এর উপর নির্ভরতা স্থাপন করেন, যার ফলে অতিরিক্ত অর্থ উত্তোলনের পরিমাণ আদায় করা যাবে না।

৬. **(২০১৫) ৪ এস. সি. সি ৩৩৪-এ রিপোর্ট করা পাঞ্জাব রাজ্য বনাম রফিক মাসিহ (হোয়াইট ওয়াশার)** ইত্যাদির ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্তের কথা উল্লেখ করে শ্রী ভট্টাচার্য বলেন যে, সুপ্রিম কোর্ট পরিস্থিতিগুলির সংক্ষিপ্তসার করেছে, যেখানে নিয়োগকর্তাদের দ্বারা আদায় আইনত অগ্রহণযোগ্য হবে।

৭. রাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্বকারী বিদ্বান উকিল শ্রী চট্টোপাধ্যায় বলেন যে আবেদনকারী তাঁর চাকরির মেয়াদকালে আইন অনুসারে যে পরিমাণ অর্থ পাওয়ার অধিকারী ছিলেন তার উপরে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ পেয়েছিলেন। অতএব, তিনি বলেন যে কর্তৃপক্ষ অতিরিক্ত অর্থ তোলার পরিমাণ পুনরুদ্ধারের নির্দেশ দেওয়ার ক্ষেত্রে ন্যায়সঙ্গত ছিল, যা আবেদনকারী আইনের অধীনে পাওয়ার অধিকারী ছিলেন না।

৮. পক্ষগুলির পক্ষে শিক্ষিত উকিলদের কথা শুনেছেন এবং উপকরণগুলি পর্যবেক্ষণ করেছেন স্থাপন করা হয়েছে।

৯. স্বীকারযোগ্য যে, রিট আবেদনকারীর বিরুদ্ধে তাঁর চাকরির মেয়াদকালে কোনও অভিযোগ করা হয়নি যে, তাঁর প্রাপ্য পরিমাণের বেশি পরিমাণ অর্থ তাঁর দ্বারা উত্তোলন করা হচ্ছে। আবেদনকারী চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার পর এবং তাঁর অবসরকালীন সুবিধাগুলি ছাড়ার জন্য আবেদন করার পরেই কর্তৃপক্ষ অভিযোগ করেছে যে অতিরিক্ত অর্থ উত্তোলন করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থ বিভাগের পেনশন, প্রভিডেন্ট ফান্ড এবং গ্রুপ ইন্স্যুরেন্স অধিদপ্তর ১৯ জুলাই, ২০১০ তারিখে মেমো নম্বর ৭৩৯/ডিপিপিজি জারি করেছে, যেখান থেকে মনে হয় যে নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে অতিরিক্ত অর্থ উত্তোলন/অতিরিক্ত অর্থ প্রদান পুনরুদ্ধার করা যাবে না। ১৯ জুলাই, ২০১০ তারিখের মেমো ৭৩৯/ডিপিপিজি-র একটি অংশ উত্তোলনের জন্য প্রাসঙ্গিক হবে।

> *".....অনুধাবন করা উপরোক্ত তথ্য এবং _ রেকর্ডগুলি বিবেচনা করে, এটি স্পষ্ট করে যে যদি (১) কর্মচারীর পক্ষ থেকে কোনও ভুল উপস্থাপনা বা জালিয়াতির কারণে অতিরিক্ত/অতিরিক্ত পরিমাণ অর্থ প্রদান না করা হয়।*
>
> *অথবা (২) বেতন/ভাতা গণনার জন্য একটি ভুল নীতি প্রয়োগ করে অথবা নিয়ম/আদেশের একটি নির্দিষ্ট ব্যাখ্যার ভিত্তিতে নিয়োগকর্তা দ্বারা এই ধরনের অতিরিক্ত অর্থ প্রদান করা হয়েছিল যা পরবর্তীকালে ভুল বলে প্রমাণিত হয়।*
>
> *অথবা (৩) কর্মচারীর কোনও জ্ঞান ছিল না যে প্রাপ্ত অর্থ যা প্রাপ্য ছিল তার চেয়ে বেশি বা ভুলভাবে প্রদান করা হয়েছিল।*
>
> *অথবা (৪) এই ধরনের ভুল গণনার দিকে পরিচালিত ত্রুটিটি ভুল অর্থ প্রদানের অল্প সময়ের মধ্যে সনাক্ত বা সংশোধন করা হয়নি, তার অবসর পরবর্তী সুবিধা থেকে কোনও ওভারড্রয়াল/অতিরিক্ত অর্থ প্রদান বাদ দিতে হবে না।*
>
> *পেনশন/ অবসারকালিন ভাতা অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ হিসাবে, তাকে পেনশন মামলাটি উপরের চারটির মধ্যে এক/একাধিক কারণ উল্লেখ করে বা উপরে উল্লিখিত চারটি কারণের আলোকে অতিরিক্ত টাকা তোলা বাদ না দিয়ে পাঠাতে হবে।"*

১০. স্কুল শিক্ষা কমিশনার ২৪শে আগস্ট, ২০২০ তারিখের আদেশ প্রদানের সময় এমন কোনও তথ্য প্রদান করেননি যে কর্মচারীর পক্ষ থেকে কোনও ভুল উপস্থাপনা বা জালিয়াতির কারণে অতিরিক্ত টাকা/অতিরিক্ত টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। যেহেতু আইন অনুসারে আবেদনকারীর প্রাপ্য পরিমাণের চেয়ে বেশি টাকা পরিশোধের জন্য তাকে দোষী বলা যাবে না, তাই

এই আদালতের বিবেচনাধীন দৃষ্টিভঙ্গি হল যে এই ধরনের পরিস্থিতিতে আবেদনকারীর কাছ থেকে অতিরিক্ত অর্থ তোলার পরিমাণ আদায় করার অনুমতি দেওয়া যাবে না এবং তাও তার অবসর গ্রহণের পরে।

১১. রফিক মস্ত (হোয়াইট ওয়াশার) (উপরে উল্লিখিত)-এর ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্ট নিম্নলিখিত পরিস্থিতিগুলির সংক্ষিপ্তসার করেছে যেখানে নিয়োগকর্তাদের দ্বারা আদায় আইনত অগ্রহণযোগ্য হবে। সুপ্রিম কোর্ট এইভাবে রায় দিয়েছেঃ

> "১২. পুনরুদ্ধারের বিষয়ে কর্মচারীদের পরিচালনা করে এমন সমস্ত কষ্টের পরিস্থিতি অনুমান করা সম্ভব নয়, যেখানে নিয়োগকর্তা ভুলক্রমে তাদের অধিকারের অতিরিক্ত অর্থ প্রদান করেছেন। যাই হোক না কেন, উপরে উল্লিখিত সিদ্ধান্তগুলির উপর ভিত্তি করে, আমরা একটি প্রস্তুত রেফারেন্স হিসাবে নিম্নলিখিত কয়েকটি পরিস্থিতির সংক্ষিপ্তসার করতে পারি, যেখানে নিয়োগকর্তাদের দ্বারা পুনরুদ্ধার আইনত অগ্রহণযোগ্য হবেঃ

(i) দ্বিতীয় এবং চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের কাছ থেকে পুনরুদ্ধার (অথবা গ্রুপ 'সি' এবং গ্রুপ 'ডি' পরিষেবা)।

(ii) অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী বা এক বছরের মধ্যে অবসর গ্রহণকারী কর্মচারীদের কাছ থেকে পুনরুদ্ধারের ক্রম।

(iii) কর্মচারীদের কাছ থেকে পুনরুদ্ধার, যখন পুনরুদ্ধারের আদেশ জারি হওয়ার আগে পাঁচ বছরের বেশি সময়ের জন্য অতিরিক্ত অর্থ প্রদান করা হয়েছে।

(iv) এমন ক্ষেত্রে পুনরুদ্ধার যেখানে একজন কর্মচারীকে অন্যায়ভাবে উচ্চতর পদের দায়িত্ব পালনের প্রয়োজন হয়েছে এবং সেই অনুযায়ী অর্থ প্রদান করা হয়েছে, যদিও তাকে একটি নিম্নতর পদের বিরুদ্ধে কাজ করা উচিত ছিল।

(v) অন্য যে কোনও ক্ষেত্রে, যেখানে আদালত এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে, কর্মচারীর কাছ থেকে আদায় করা হলে তা অন্যায় বা কঠোর বা নির্বিচারে এমন পরিমাণে হবে, যা নিয়োগকর্তার পুনরুদ্ধারের অধিকারের ন্যায়সঙ্গত ভারসাম্যের চেয়ে অনেক বেশি হবে।"

১২. এখানে আগে যেমন পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে যে, আবেদনকারীর চাকরির মেয়াদকালে কর্তৃপক্ষ অভিযোগ করেনি যে আবেদনকারী তার প্রাপ্য পরিমাণের চেয়ে বেশি অর্থ নিয়েছে।

১৩. কথিত অতিরিক্ত অর্থ উত্তোলন ১লা এপ্রিল, ১৯৮৬ থেকে ৩১শে মার্চ, ১৯৯৬ এবং আবার ১লা এপ্রিল, ১৯৯৬ থেকে ৩১শে ডিসেম্বর, ২০১৪ পর্যন্ত সময়ের জন্য। আবেদনকারী ১লা জানুয়ারী, ২০১৫ থেকে অবসর গ্রহণ করেন। এতে কোনও বিতর্ক নেই যে

আবেদনকারীর অবসর গ্রহণের পর অতিরিক্ত উত্তোলনের পরিমাণ পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করা হয়েছিল। আবেদনকারীর মামলাটি সেই পরিস্থিতিতে পড়ে যেখানে রফিক মসিহ (উপরে) এর ক্ষেত্রে মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়েছে যে নিয়োগকর্তাদের দ্বারা অতিরিক্ত উত্তোলনের পরিমাণ আদায় করা অগ্রহণযোগ্য হবে।

১৪. যেহেতু আবেদনকারী ইতিমধ্যে অবসর নিয়েছেন, আবেদনকারীর কাছ থেকে পুনরুদ্ধারের জন্য কোনও নির্দেশ কঠোর হবে এবং তাই নিয়োগকর্তাকে আবেদনকারীর কাছ থেকে কথিত ওভারড্রালের পরিমাণ পুনরুদ্ধারের অনুমতি দেওয়া যাবে না।

১৫. পূর্বোক্ত কারণগুলির জন্য, এই আদালত বলে যে স্কুল শিক্ষা কমিশনারের ২৪শে আগস্ট, ২০২০ তারিখের আদেশে যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে ১লা এপ্রিল, ১৯৮৬ থেকে ৩১শে মার্চ, ১৯৯৬ পর্যন্ত এবং ১লা এপ্রিল, ১৯৯৬ থেকে ৩১শে ডিসেম্বর, ২০১৪ পর্যন্ত সময়ের জন্য প্রত্যাহারের পরিমাণ স্কুল কর্তৃপক্ষ দ্বারা গণনা করা উচিত এবং আবেদনকারীকে এই ধরনের গণনাকৃত পরিমাণ জমা করার নির্দেশ দেওয়া হবে যা বাতিল এবং বাতিল করা হবে এবং সেই অনুযায়ী তা বাতিল ও বাতিল করা হবে।

১৬. আইন অনুসারে আবেদনকারীর বেতন পুনর্বিবেচনার জন্য ২৪শে আগস্ট, ২০২০ তারিখের উক্ত আদেশে থাকা নির্দেশে এই আদালত হস্তক্ষেপ করে না। ঝাড়গ্রামের স্কুলগুলির জেলা পরিদর্শককে (এসই), ২৪শে আগস্ট, ২০২০ তারিখের পশ্চিমবঙ্গের স্কুল শিক্ষা কমিশনারের আদেশে থাকা নির্দেশ অনুসারে আবেদনকারীর বেতন পুনর্বিবেচনার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যত দ্রুত সম্ভব তবে ইতিবাচকভাবে এই রায় এবং আদেশের সার্ভার কপি প্রাপ্তির তারিখ থেকে তিন সপ্তাহের মধ্যে।

১৭. বেতনের এই ধরনের পুনর্বিন্যাসের পরে, পেনশন অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় কাগজপত্রগুলি প্রয়োজনীয় নেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে প্রেরণ করুন

পরবর্তী পদক্ষেপ এবং অবসর গ্রহণের পাশাপাশি অন্যান্য সুবিধাগুলি অবসর গ্রহণের তারিখ থেকে অবসর গ্রহণের সুবিধাগুলির প্রকৃত অর্থ প্রদানের তারিখ পর্যন্ত প্রতি বছর ৬ শতাংশ সুদের সাথে তিন কার্যদিবসের মধ্যে জারি করা হবে।

১৮. উপরের পর্যবেক্ষণ/নির্দেশাবলীর সঙ্গে রিট পিটিশন আংশিকভাবে অনুমোদিত।

১৯. তবে, খরচ সম্পর্কে কোনও আদেশ থাকবে না।

২০. এই আদেশের জরুরি ফটোস্ট্যাট সার্টিফাইড কপি, যদি আবেদন করা হয়, তাহলে সমস্ত আইনি আনুষ্ঠানিকতা পূরণের পর দ্রুত পক্ষগুলিকে সরবরাহ করতে হবে।

(বিচারপতি হিরণ্ময় ভট্টাচার্য্য)

পল্লব - এ. আর (কোর্ট)

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Diganta Mondal